ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (২২তম পর্ব)

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণ ও প্রতিকার

অধ্যয়ন করার ভুল পদ্ধতি

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার রূহানী চিকিৎসা

নিজের দৃষ্টির ভুল ব্যবহার

দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার ঔষধী চিকিৎসা

উপস্থাপনায়:

আল্ মদীনাতুল ইলমীয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী এর মাদানী মুযাকারা নং ১০ ও ১১ এর আলোকে আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা" বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন পদ্ধতি এবং অধিক নতুন বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়ত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কীত প্রশ্ন করে থাকে আর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চিত্তকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাশে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাশিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনিয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র"** নামে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুষ্পস্থবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর মাহবুবে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মমতা ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)
২৪ যিলকদ ১৪৩৮ হিঃ/ ১৭ আগষ্ট ২০১৭ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪
দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কারণ ও প্রতিকার	৪
অধ্যয়ন করার ভুল পদ্ধতি	৫
কম বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোতে অধ্যয়ন করা	৬
ধুলাবালি এবং গাড়ির ধোঁয়ার ক্ষতিকর প্রভাব	৭
নিজের দৃষ্টির ভুল ব্যবহার	৭
দৃষ্টিশক্তি কম হওয়ার প্রকাশ্য কারণ হলো বয়স বৃদ্ধি	৮
দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার রূহানী চিকিৎসা	৮
দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার ঔষধী চিকিৎসা	১১
ফিনায়ে মসজিদে ভিক্ষা করা ব্যক্তিকে দেয়া কেমন?	১২
ইমাম সাহেব ও কমিটির সাথে ব্যবহার	১৪
কৌশলের বরকতে সমৃদ্ধ একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা	১৬
অমুসলিমকে কুরআনের অনুবাদ দেয়া কেমন?	১৮
পরিভাষার সাংগঠনিক উপকারীতা	১৯
মদীনাকে ইয়াসরিব বলা কেমন?	২০
মদীনা মুনাওয়ারাকে ইয়াসরিব বলার নিষেধাজ্ঞা	২১
পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গের কালামে ইয়াসরিব আসার কারণ	২৫
সুশ্রী বালককে ব্যক্তিগতভাবে বুঝানো	২৫
সুশ্রী বালকের সাথে মেলামেশা বৃদ্ধি করার অনুমতি নেই	২৭
বুযুর্গানে দ্বীনদের সতর্কতা ও খোদাভীরুতা	২৯
ছোট সোনামণিরা কি মাদানী কাজ করতে পারবে?	৩০

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কারণ ও প্রতিকার

(অন্যান্য চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তর সহ)

শয়তান লাখো অলসতা প্রদর্শন করুক না কেন এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফরয হজ্জ করো, নিশ্চয় এর প্রতিদান ২০টি যুদ্ধে অংশগ্রহন করার চেয়েও অধিক এবং আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা এর সমতুল্য।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কারণ ও প্রতিকার

প্রশ্ন: দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কারণ ও এর প্রতিকার বর্ণনা করুন।

উত্তর: বর্তমানে দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার অভিযোগ অনেক বেশি, যার মূল কারণ হলো এর অত্যধিক অপব্যবহার, সুতরাং দৃষ্টিশক্তি কমার প্রতিকারের পূর্বে এর কারণ সমূহ অন্বেষণ করে তা দূর

১. ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল হা', ১/৩৩৯, হাদীস- ২৪৮৪।

করা, এই রোগের চিকিৎসা থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন। দৃষ্টিশক্তি কমার কারণ গুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি কারণ ও এর প্রতিকার উপস্থাপন করছি:

অধ্যয়ন করার ভুল পদ্ধতি

দৃষ্টিশক্তি কমার একটি কারণ হলো অধ্যয়ন করার ভুল পদ্ধতি, যেমন; হাঁটতে হাঁটতে, গাড়িতে সফর করার সময় এবং শুয়ে শুয়ে অধ্যয়ন করা। অনুরূপভাবে অধ্যয়ন করার সময় অনেক্ষণ পর্যন্ত কিতাব ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রাখাতেও চোখের উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, সুতরাং অধ্যয়ন করার সময় মাঝে মাঝে চোখ কিতাব থেকে সরিয়ে এদিক সেদিক দেখুন। যেমনিভাবে অন্যান্য অঙ্গ (হাত, পা ইত্যাদি) ক্লান্ত হয়ে যায় এবং আমরা তা নাড়াচাড়া করে বা ব্যায়াম করার মাধ্যমে আরাম অনুভব করি, এই ব্যাপারটি চোখের ব্যাপারেও হয়। অঙ্গ সমূহের নাড়াচাড়া একটি প্রকৃতিগত কাজ, এই কারণেই ছোট শিশুরা প্রায় লাফালাফি করতে থাকে, তাদের শত নিষেধ করুন না কেন কিন্তু তারা শান্ত হয়ে বসে থাকে না এবং এই নড়াচড়া তাদরে জন্য প্রয়োজন, কেননা যদি তারা নড়াচড়া না করে একই স্থানে বসে থাকে তবে তাদের হাঁড়ের সব নরম গ্রন্থি জমাট বেঁধে হাত পা অসাড় হয়ে যাবে সুতরাং তাদের লাফালাফি করা থেকে নিষেধ করা ক্ষতিকর এবং তা প্রকৃতিগত ব্যবস্থার বিরোধী। অনুরূপভাবে অনেক পশু যেমন ছাগল ছানার অনেক বেশি

লাফালাফির প্রয়োজন হয়, তাই তারা জন্মগ্রহন করতেই লাফালাফি করতে থাকে, সুতরাং আমাদেরও এই কুদরতি ব্যবস্থাপনাকে অব্যাহত রেখে চোখ এবং অন্যান্য অঙ্গ সমূহকে নাড়াচাড়া করা উচিৎ, এর জন্য হাঁটাও উপকারী।

কম বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোতে অধ্যয়ন করা

দৃষ্টিশক্তি কমার আর একটি কারণ হলো কম বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোতে অথবা ভুল দিক (Direction) থেকে আসা আলোকে অধ্যয়ন করা, কেননা এতে দৃষ্টিশক্তির উপর চাপ পরে, সুতরাং অধ্যয়ন করার সময় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন যে, আলো উপর থেকে বা বিপরীত দিক (Opposite Side) থেকে যেনো আসে, কেননা এভাবে চোখের উপর জোড় কম পরবে এবং তার সুবিধা হবে। বাতি লাগানোরও এটাই নিয়ম যে, ছাদে লাগানো, কেননা এতে আলো বেশি হয়। পূর্বেকার লোকেরা লণ্ঠন শিখলে বেঁধে ছাদ থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতো, এতে কক্ষের চারিদিকে অনেক আলোকিত হতো আর বর্তমানে বাতি ছাদে লাগানোর পরিবর্তে দেয়ালে লাগানোর রীতি চলছে, যার কারণে আলো কম হয়, কেননা দেয়াল আলো চুষে নেয়। অনুরূপভাবে বর্তমানে লোকেরা ডেকোরেশনের জন্য বাতির উপর রঙিন প্লাস্টিকের কভার লাগিয়ে দেয়, এর কারণে আলো আরো কমে যায় এবং কম আলোতে অধ্যয়ন করাতে চোখের উপর চাপ পরে আর চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়, যার ফলে দৃষ্টিশক্তিও দূর্বল হতে থাকে।

www.dawateislami.net

ধুলাবালি এবং গাড়ির ধোঁয়ার ক্ষতিকর প্রভাব

দৃষ্টিশক্তি কমার আরো একটি কারণ হলো ধুলাবালি এবং গাড়ির ধোঁয়া, এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য বারবার চোখ ধৌত করতে থাকা উচিৎ এব এর উত্তম সমাধান হলো মাঝে মাঝে অযু করে নেয়া। কোন ইউরোপিয়ান ডাক্তার একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছিলো, যার নাম ছিলো "চোখ, পানি, সাস্থ্য (Eye, Water, Health)" এই প্রবন্ধে সে এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলো যে, "নিজের চোখকে দিনে কয়েকবার ধ্যৌত করতে থাকে, অন্যথায় ভয়ঙ্কর রোগে পতিত হতে হবে। চোখের এমন একটি রোগও রয়েছে যাতে চোখের মূল আর্দ্রতা কম বা শেষ হয়ে যায় এবং দৃষ্টিশুক্তি দূর্বল হতে হতে অবশেষে রোগী অন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী যদি ভ্রুকে মাঝে মাঝে ভেজাতে থাকে তবে এই রোগ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হতে পারে।" اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ইউরোপিয়ান ডাক্তারের বর্ণনাকৃত চিকিৎসানীতি দ্বারা আমরা মুসলমানদের ধর্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্টত্ব আরো ভালভাবে প্রকাশ পায়, কেননা আমরা প্রতিদিন কয়েকবারই অযুর মাধ্যমে চোখ এবং অন্যান্য অঙ্গসমূহের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি।

নিজের দৃষ্টির ভুল ব্যবহার

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কারণ সমূহের মধ্যে টিভি, ভিসিআর বা কম্পিউটারে সিনেমা নাটক দেখা, বিনা প্রয়োজনে নিজের বা

www.dawateislami.net

অন্য কারো লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো এবং ময়লা (প্রস্রাব ইত্যাদি) দেখাও। এই কারণগুলো থেকে বাঁচার উপায় হলো **"চোখের কুফলে মদীনা"** লাগানো।

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার প্রকাশ্য কারণ হলো বয়স বৃদ্ধি

দৃষ্টিশক্তি কমার একটি প্রকাশ্য কারণ হলো বয়স বৃদ্ধি হওয়া। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তাদের অঙ্গ সমূহ দূর্বল হয়ে যায়। অঙ্গ সমূহের এই দূর্বলতা আসলে মৃত্যুর বার্তা। কালো চুলের পর সাদা চুল, শারীরিক শক্তির পর দূর্বলতা এবং সোজা কোমড়ের পর কোমড় ঝুঁকে যাওয়া, রোগ, চোখ এবং কানের পরিবর্তনও (অর্থাৎ পূর্বে দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকা অতঃপর কমে যাওয়া এবং শ্রবণশক্তি ভাল থাকার পর বধিরতার আগমন) মৃত্যুর বার্তা আর বার্তা দেয় যে, জীবনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পথে। এরূপ দূর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন সকলেরই দৃষ্টিশক্তির চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি কবর ও পুলসিরাতের আলোর জন্য মাদানী মানসিকতা বানানো আবশ্যক এবং এর অনন্য উপায় হলো মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা ও সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় সফর করা।

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার রূহানী চিকিৎসা

প্রশ্নঃ দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার কিছু রূহানী চিকিৎসাও বলুন।

উত্তরঃ দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার চিকিৎসা করার পূর্বে এর চিকিৎসার ভাল নিয়্যত এবং উদ্দেশ্যের প্রতিও সজাগ থাকতে হবে যে,

দৃষ্টিশক্তি ভাল হলে তবে ইবাদত, তিলাওয়াত, ফরয জ্ঞান ও অন্যান্য ইসলামী কিতাব অধ্যয়ন এবং উপার্জনের সাহায্য হবে আর প্রয়োজনীয় হালাল উপার্জন, যাতে আপন পিতামাতার খেদমত এবং পরিবার পরিজনের লালন পালন করে নিজের শরয়ী দায়িত্ব পূরণ করা যাবে, তবে নিশ্চয় তা সাওয়াবের কাজ। দৃষ্টিশক্তি কমার ৪টি রূহানী চিকিৎসা উপাস্থাপন করছি:

(১) দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা দূর করার একটি আমল এটাও যে, অযুর পর আকাশ এবং যদি ঘরের ভেতর হয় তবে ছাদের দিকে মুখ করে সূরা কদর পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ الله দৃষ্টিশক্তি কখনো কমবে না। মাসায়িলুল কোরআনে রয়েছে: যে ব্যক্তি অযু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার সূরা কদর (اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ) পাঠ করে নিবে তবে اِنْ شَآءَ الله তার দৃষ্টিশক্তি কখনোই কমবে না।[১]

(২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর এগারোবার "يَا نُوْرُ" পাঠ করে উভয় হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে দম করে চোখের উপর বুলিয়ে নিন।[২]

(৩) আয়াতে মুবারাকাটি (فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝) (পারা ২৬, সূরা ক্বাফ, আয়াত ২২) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "অতঃপর আমি তোমার উপর থেকে তোমার পর্দা অপসারণ করেছি; সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।" প্রত্যেক নামাযের পর

১. মাসায়িলুল কোরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা। ২. মাদানী পাঞ্জেসূরা, ২১২ পৃষ্ঠা।

তিনবার পাঠ করে আঙ্গুলের উপর দম করে চোখের উপর বুলিয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله দৃষ্টিশক্তি কমবে না বরং যা কমে গিয়েছিলো তাও ঠিক হয়ে যাবে।

(৪) আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আয়াতুল কুরসী শরীফ মুখস্ত করে নিন, প্রত্যেক নামাযের পর একবার পাঠ করুন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন এবং মহিলারা যে দিনগুলোতে তাদের নামায পড়া নিষেধ (সেই দিনগুলোতে তাদের কোরআনে পাক মুখস্ত পাঠ করাও জায়িয নেই) তাখনও পাঁচ ওয়াক্তে আয়াতুল কুরসী এই নিয়্যতে পাঠ করবে যে, **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা, এই নিয়্যতে নয় যে, **আল্লাহ পাকের** বানী (অর্থাৎ কোরআনে পাক) পাঠ করছি এবং যখন এই বাক্যে পৌঁছবে (وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ) উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ চোখের উপর রেখে এই বাক্যটি এগারোবার বলুন, অতঃপর উভয় হাতের আঙ্গুলে দম করে চোখে বুলিয়ে নিন। (অতঃপর বলেন:) এই আমলটি এমনই প্রভাবময় যে, যদি সত্য বিশ্বাসে হয় তবে اِنْ شَآءَ الله চলে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।[১] এগুলো তো দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার রূহানী আমল, এছাড়াও প্রত্যেক নামাযের পর আরো একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিন, কেননা হাদীসে পাকে এর অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা

১. মলফুযাতে আলা হযরত, ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার এবং জান্নাতের মাঝে মৃত্যু ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।[১]

এই হাদীসে পাকের আলোকে হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা সা'আদুদ্দীন তাফতাযানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: "জান্নাতে প্রবেশ করার শর্ত সমূহের মধ্যে মৃত্যু ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকবে, যেনো মৃত্যুই তার জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে আছে।" ইমাম কাস্তালানি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ শরহে বুখারীতে বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিয়মিত আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার রূহ **আল্লাহ পাক** স্বয়ং কবয করবেন।"[২]

দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার ঔষধী চিকিৎসা

প্রশ্ন: দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার ঔষধী চিকিৎসাও জানিয়ে দিন।

উত্তর: দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতার একটি ঔষধী চিকিৎসা হলো, প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে **"ইসমাদ"** সুরমা লাগানো, কেননা এটি দৃষ্টিকে প্রখর করে, যেমনটি **শামায়িলে মুহাম্মদিয়ায়** রয়েছে: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ইসমাদ সুরমা লাগাও, কেননা এটি দৃষ্টিকে প্রখর করে এবং

১. সুনানে কুবরা লিন নাসায়ি, কিতাবু আমলুল ইয়াওম ওয়াল লাইলাতি, ৬/৩০, হাদীস- ৯৯২৮।
২. ফয়যুল কদীর, হরফুল মিম, ৬/২৫৬, ৮৯২৬ নং হাদীসের পাদটিকা।

পলকের চুল জন্মায়।” **হুযুর পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট একটি সুরমা দানী ছিলো, তা থেকে তিন শলাকা করে প্রতিদিন রাতে উভয় চোখে লাগাতেন।[১]

দৃষ্টিশক্তি কমার আরেকটি ঔষধী চিকিৎসা হলো, যদি খাঁটি মধু পাওয়া যায় তবে ঘুমানোর সময় এর শলাকা চোখে লাগিয়ে নিন, কেননা তা চোখের জন্য খুবই উপকারী এবং উত্তম সুরমা। এটা ব্যবহারে اِنْ شَآءَ الله দৃষ্টিশক্তির দূর্বলতা ছাড়াও অন্যান্য রোগবালাই থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।[২]

আজব নেহী কেহ লিখা লৌহ কা নযর আয়ে
জু নকশে পা কা লাগাও গুবার আঁখো মে (সামানে বখশীশ)

ফিনায়ে মসজিদে ভিক্ষা করা ব্যক্তিকে দেয়া কেমন?

প্রশ্নঃ ফিনায়ে মসজিদে কি কোন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া জায়িয?

উত্তরঃ এই মাসআলার ব্যাপারে মসজিদ ও ফিনায়ে মসজিদ উভয়েরই একই বিধান, কেননা মসজিদে ভিক্ষা করা নিষেধের কারণ হলো, সেখানে শোরগোল হবে, তাই ফিনায়ে মসজিদেও শোরগোলের অনুমতি নেই। মসজিদ বা ফিনায়ে মসজিদে নিজের জন্য চাওয়ার দু'টি অবস্থা রয়েছে: প্রথম অবস্থাটি হলো যে, ভিক্ষুক অপারগ ও অক্ষম নয় বরং

---

১. শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮।

২. আরো অনেক ঔষধী ও রূহানী চিকিৎসা জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব “মাদানী পাঞ্জেসূরা”, “ঘরোয়া চিকিৎসা” এবং পুস্তিকা “অযু এবং বিজ্ঞান” অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله অসংখ্য উপকারী বিষয় জানতে পারবেন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা মজলিশ)

পেশাদার ভিখারী, তবে তার চাওয়াই হালাল নয়, তা মসজিদে হোক বা বাজারে এবং এরূপ লোকেদের চাওয়াতে কিছু দেয়াও সাওয়াব নেই বরং গুনাহ, যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শক্তিশালী, সাস্থ্যবান, উপার্জনের উপযুক্ত যে ভিক্ষা করে থাকে, তাকে দেয়া গুনাহ, কেননা তার ভিক্ষা করা হারাম আর তাকে দেয়াতে এই হারাম কাজে সাহায্য করা হলো, যদি লোকেরা না দেয় তবে সে অন্য পেশা গ্রহণ করবে। **দুররে মুখতারে** রয়েছে: এটা হালাল নয় যে, মানুষ কারো থেকে রুজি ইত্যাদি চাইবে অথচ তার নিকট একদিনের রুজি বিদ্যমান রয়েছে বা তার মাঝে তা উপার্জনের শক্তি বিদ্যমান রয়েছে, যেমন; সুসাস্থ্যবান, উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তি এবং যদি তার অবস্থা সম্পর্কে জানে তবে তাকে যে ব্যক্তি দিবে সে গুনাহগার হবে, কেননা হারাম কাজে সে তাকে সাহায্য করলো।[১]

অপর অবস্থাটি হলো যে, ভিক্ষুক পেশাদার ভিখারী নয় বরং কোন অভাবী মুসাফির, তবে যদি সে নামাযী সামনে দিয়ে না যায়, মানুষের গর্দানের উপর দিয়ে লাফিয়েও গেলা না আর বারবারও চাইলো না তবে তাকে দিতে পারবে, সুতরাং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি সেই ব্যক্তি পেশাদার ভিক্ষুক হয় তবে তাকে দেয়া মসজিদে হোক বা মসজিদের বাইরে হোক সর্ববস্থায় নিষেধ এবং যদি সেই ব্যক্তি অসহায় মুসাফির হয়

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪৬৩।

যে, সেখানে তার কোন পরিচিতজন নেই আর না সে নামাযীর উপর দিয়ে লাফিয়ে গেলো, আর বারবার চাইলো, তবে তাকে দেয়া জায়িয।[১]

ইমাম সাহেব ও কমিটির সাথে ব্যবহার

প্রশ্নঃ মসজিদে মাদানী কাজ করার জন্য ইমাম সাহেব ও কমিটির সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিৎ?

উত্তরঃ মসজিদে মাদানী কাজ করুন বা এলাকায়, দ্বীনি কাজ হোক বা দুনিয়াবী, এতে কুশল এবং নম্রতা অবলম্বনকারীরা অবশ্যই সফল হয়ে থাকে। যেমনিভাবে একজন ব্যবসায়ী গ্রাহককে নিজের করার জন্য তার সাথে সুন্দর আচরণ এবং নম্র ব্যবহার করে অবশেষে তার থেকে নিজের উদ্দেশ্য অর্জন করে নেয়, তো তেমনিভাবে দ্বীনের কর্ম সম্পাদনকারীরাও সুন্দর আচরণ করুন, কুশল এবং নম্র ব্যবহার করুন এবং কখনোই কোন ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তেজিত হবেন না, اِنْ شَآءَ الله মসজিদে মাদানী কাজ করতে সহজতা হয়ে যাবে। হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ অর্থাৎ কৌশল মুমিনের গোপন ধনভান্ডার।[২] মনে রাখবেন! যদি কমিটিতে কোন প্রকাশ্য ফাসিক (ফাসিকে মুলিন) থাকে, তবে তাকে সম্মান করা, তাকে উচ্চ স্থানে বসানো, স্বয়ং নিজে তার কদমে বসা এবং তার মিথ্যা প্রশংসা করা ইত্যাদি করার অনুমতি নেই, যেখানে ফিতনার আশংখ্যা হয় সেখানে দূরত্ব বজায় রাখাই নিরাপত্তা।

১. ফাযায়িলে দোয়া, ২৭৯ পৃষ্ঠা। ২. জামেয়ে সগীর, হরফুল কাফ, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬৪৬২।

www.dawateislami.net

যদি আপনার জানা মতে ইমাম সাহেব কোন মাসআলায় ভুল করছে তবে প্রথমত কোন বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন সুন্নী মুফতি সাহেব থেকে সেই মাসআলা ভালভাবে বুঝে নিন, কেননা এমন যেনো না হয় যে, ইমাম সাহেব ঠিক আছে এবং আপনিই ভুলে রয়েছেন বা ইমাম সাহেব স্বয়ং আলিম এবং তিনি সেই মাসআলার দলিল দিতে পারবেন। যদি ইমাম সাহেব ভুল করেন তবুও আপনি ভালভাবে চিন্তাভাবনা করে নিন যে, এটা কি এমন ভুল, যা সংশোধন করা শরয়ীভাবে জরুরী এবং এটাও দেখে নিন যে, আপনি কি এই বিষয়টি ইমাম সাহেবকে বুঝাতে পারবেন? যদি বুঝানো জরুরী হয় এবং আপনি তা পারবেনও, তবে এখন সবার সামনে আটকানো এবং বুঝানোর পরিবর্তে কৌশলে সেই মাসআলা কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন; **"বাহারে শরীয়ত"** বা **"ফতোয়ায়ে রযবীয়া"** ইত্যাদি থেকে বের করে ইমাম সাহেবের নিকট নিয়ে যান এবং আরয করুন: "হুযুর! এই মাসআলাটি আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন।" এবং আপনার আচরণও যেনো শিক্ষার্থীর মতো হয়, কেননা ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام আমাদের পথ নির্দেশক। যখন আপনি শিক্ষার্থীর ন্যায় তাঁর নিকট আরয করবেন তখন তিনি আপনাকে মাসআলা বুঝিয়ে দিবে এবং হতে পারে যে, তার নিজের মনযোগও সেইদিকে চলে যাবে যে, এই মাসআলায় তো আমিও ভুল করছিলাম। তিনি আপনাকে বুঝাতে বুঝাতে

নিজেও বুঝে যাবেন, এবাবে তিনি অসন্তুষ্টও হবেন না এবং তাঁর সংশোধনও হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে কৌশলের বরকতে সমৃদ্ধ একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা লক্ষ্য করুন:

কৌশলের বরকতে সমৃদ্ধ একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সিরিয়ায় আমার সাক্ষাৎ ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে হলো, তিনি আমাকে বলতে লাগলেন: কুফার সেই বিদআতির কি অবস্থা, যার উপনাম "আবু হানিফা"? আমি তাঁর কথা শুনে বাড়ি চলে আসলাম এবং লাগাতার তিনদিন ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত মাসআলা লিখতে থাকি, তৃতীয় দিন আবারো ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমার হাতে পৃষ্ঠাগুলো দেখলো, যাতে আমি মাসআলা লিখেছিলাম, তখন তিনি আমার থেকে সেই পৃষ্ঠাগুলো নিলো এবং পড়তে লাগলো, যখন তিনি তা পড়লেন, তাতে লিখা ছিলো যে, এই মাসআলা নুমান বিন সাবিতের মজলিশ থেকে নোট করা হয়েছে, ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাসআলা গুলো পড়তে লাগলেন এবং আশ্চার্য হতে লাগলেন, অবশেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই নুমান বিন সাবিত কে, যার মজলিশ থেকে এই মাসআলা নোট করা হয়েছে? আমি বললাম: ইনি সেই আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত, যাকে আপনি বিদআতী বলছিলেন! অতঃপর ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করলাম:

www.dawateislami.net

এখন বলুন! আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত কেমন? তখন তিনি বললেন: তিনি জ্ঞানের সমুদ্র, আমার তাঁর জ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রতি ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এবং আমার পূর্ববর্তী সকল কথা থেকে ফিরে আসছি, যা আমি তাঁর সম্পর্কে বলেছিলাম।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরূপ কৌশল অবলম্বন করেছেন যে, হযরত ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শুধু ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহান শানের প্রসংশাকারী হননি বরং নিজের পূর্ববর্তী কথা ফিরিয়ে নিয়ে নিজের সংশোধনও করে নিলেন। আপনারাও ইমাম সাহেব ও মসজিদের কমিটির কোন ব্যক্তির মাঝে এমন কোন বিষয় দেখলেন যে, যা সংশোধন করা জরুরী তবে কৌশল অবলম্বন করুন যাতে তিনি সংশোধনও হয়ে যান এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজেও কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। এই ঘটনাটি থেকে এই শিক্ষা অর্জিত হলো যে, প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন বরং সাধারণ মুসলমানের ব্যাপারেও কোন শুনা কথায় বিশ্বাস করে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ নয়, যতক্ষণ ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিবে না। যদি **আল্লাহ** না করুক এরূপ ভুল হয়ে যায় তবে শরয়ী বিষয়গুলো পূর্ণ করে এর থেকে তাওবা করে নেয়া উচিৎ।

১. মানাকিবে ইমাম আযম আবু হানিফা লিল কুরদারী, ২ম অংশ, ৩৯ পৃষ্ঠা।

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আ'সানী মে
হার বনা কাম বিগড় যা'তা হে নাদানী মে

অমুসলিমকে কুরআনের অনুবাদ দেয়া কেমন?

প্রশ্নঃ যদি কাউকে কোরআনে পাকের অনুবাদ দিতে হয়, তবে কোনটা দেয়া উচিৎ? তাছাড়া অমুসলিমকে কোরআনের অনুবাদ বা এমন পুস্তিকা যাতে কোরআনের আয়াত রয়েছে, তা দেয়া কেমন?

উত্তরঃ কোন মুসলমানকে কোরআনের অনুবাদ দিতে হয়ে তবে আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জগদ্বিখ্যাত কোরআনের অনুবাদ **"কানযুল ঈমান"** দিন, কেননা এটি উর্দূ ভাষায় (বাংলায়ও অনুবাদ হয়েছে) সকল অনুবাদের চেয়ে উত্তম ও সাবধানি অনুবাদ। আর রইলো অমুসলিমকে কোরআনে অনুবাদ বা এমন পুস্তিকা দেয়া যাতে কোরআনের আয়াত রয়েছে, তবে তাদের এটা দেয়া যাবে না, কেননা অমুসলিমরা নাপাক হয়ে থাকে, যেমনটি ১০ম পারা সূরা তাওবার ২৮ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "হে ঈমানদারগণ! মুশরিকগণ নিরেট অপবিত্র;" এবং নাপাক অবস্থায় কোরআনের অনুবাদ স্পর্শ করা হারাম, যেমনটি ২৭তম পারা সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ নং আয়াতে **আল্লাহ** রাব্বুল ইযযত ইরশাদ করেন: (لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿۷۹﴾) **কানযুল**

www.dawateislami.net

ঈমান থেকে অনুবাদঃ "সেটাকে যেন স্পর্শ না করে, কিন্তু অযূ সম্পন্নরা ব্যতীত।"

তবে হ্যাঁ! যদি অমুসলিমের হেদায়ত কবুল করার আশা থাকে তবে গোসল করানোর পর কোরআন বা কোরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান বা কানযুল ঈমানের অন্যান্য যেকোন ভাষা যেমন; ইংরেজী, ডাচ, বাংলা, হিন্দি, পশতু এবং সিন্ধী ইত্যাদির অনুবাদ বা এমন পুস্তিকা যাতে কোরআনের আয়াত রয়েছে, দেয়াতে সমস্যা নেই। **ফতোয়ায়ে হিন্দিয়ায়** রয়েছে: অমুসলিম কোরআনে পাক স্পর্শ করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ, যদি গোসল করে স্পর্শ করে, তবে সমস্যা নেই।[১] কানযুল ঈমানের অনুবাদের পাশাপাশি যদি এর তাফসীরি হাশিয়া (ব্যাখ্যা) **"খাযায়িনুল ইরফান"**ও অধ্যয়ন করা হয় তবে এটি আরো বেশি উপকারী।[২]

পরিভাষার সাংগঠনিক উপকারীতা

প্রশ্নঃ **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে প্রচলিত পরিভাষা সমূহের সাংগঠনিক উপকারীতা কি?

উত্তরঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনে নিজস্ব পরিভাষা থাকে। যখন কেউ নিজেদের কথাবার্তায় এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে তখন এতে বুঝা যায় যে, সে অমুক প্রতিষ্ঠানের সাথে

১. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২৩।

২. আরো বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার তাফসীর "সীরাতুল জিনান ফি তাফসীরে কোরআন" অধ্যয়ন করুন।

(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা মজলিশ)

www.dawateislami.net

সম্পৃক্ত। অনুরূপভাবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**রও বিশেষ পরিভাষা রয়েছে, যখন কেউ এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে তবে বুঝা যায় যে, সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত তখন এর মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রচার এবং পরস্পর একে অপরকে চিনতে পারে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের উচিৎ যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষা গুলো মুখস্ত করে নেয়া এবং নিজেদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় তা ব্যবহার করা যাতে এর মাধ্যমে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ভালভাবে পরিচিতি ও পরস্পর একে অপরকে চিনতে পারে।[১]

মদীনাকে ইয়াসরিব বলা কেমন?

প্রশ্নঃ মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কে ইয়াসরিব বলা কেমন? তাছাড়া এমন কালাম যাতে মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কে ইয়াসরিব বলা হয়েছে, তা পাঠ করার বিধান কি?

উত্তরঃ মদীনা মুনাওয়ারাকে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ইয়াসরিব বলা নাজায়িয ও গুনাহ, যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা

১. দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক পরিভাষাগুলো এবং মাদানী পরিবেশে প্রচলিত অন্যান্য শব্দগুলো জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা "১২টি মাদানী কাজ" এর ৬৭ পৃষ্ঠা থেকে ৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা মজলিশ)

খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পবিত্র মদীনাকে ইয়াসরিব বলা নাজায়িয, নিষেধ ও গুনাহ এবং বক্তা গুনাহগার।[১] সুতরাং এমন কালাম যাতে এই শব্দটি আসে, তা পাঠ করা জায়িয নয়। "কোরআনে মজীদে যে ইয়াসরিব শব্দটি এসেছে তা **আল্লাহ রাব্বুল আলামিন** মুনাফিকদের উক্তিকে উদ্ধৃত করেছেন: (وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "এবং তাদের মধ্যে একদল লোক বললো: 'হে মদীনাবাসীরা! এখানে তোমাদের অবস্থানের স্থান নেই।" (পারা ২১, আহযাব, আয়াত ১৩) ইয়াসরিব শব্দটি ফ্যাসাদ ও নিন্দার বার্তা দেয়। সেই নাপাকরা এরই দিকে ইঙ্গিত করে ইয়াসরিব বলে, **আল্লাহ পাক** তা রদ করার জন্য পবিত্র মদীনার নাম "তা'বা" রেখেছেন।"[২]

মদীনা মুনাওয়ারাকে ইয়াসরিব বলার নিষেধাজ্ঞা

হাদীসে মুবারাকায় মদীনা মুনাওয়ারাকে ইয়াসরিব বলার কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মদীনাকে ইয়াসরিব বললে তবে ইস্তিগফার করো (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করো)। মদীনা হলো তা'বা (অর্থাৎ পাক ও পবিত্র সুবাশিত স্থান), মদীনা হলো তা'বা।[৩] এই হাদীসে পাকের আলোকে হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৬।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৭।
৩. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২তম অংশ, ৬/১০৭, হাদীস- ৩৪৮৩৬।

(হাদীসে পাকে পবিত্র মদীনাকে ইয়াসরিব বলাতে) ইস্তিগফার করার আদেশ দ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, পবিত্র মদীনাকে ইয়াসরিব নাম রাখা হারাম, কেননা ইয়াসরিব বলাতে ইস্তিগফারের আদেশ ইরশাদ হয়েছে এবং ইস্তিগফার গুনাহের জন্যই হয়।[১]

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মদীনার নাম তা'বা রেখেছেন।[২] এই হাদীসে পাকের আলোকে হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** লৌহে মাহফুযে মদীনার নাম "তা'বা" রেখেছেন বা **আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেনো মদীনা পাকের নাম তা'বা রাখেন যাতে ইয়াসরিব নাম রাখা মুনাফিকদের প্রত্যাখ্যাত করে অশোভন নামের দিকে ফিরে আসাতে তাদের নিন্দার দিকে ইঙ্গিত হয়ে যায়।[৩] এপ্রসঙ্গে ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যে কেউ পবিত্র মদীনার নাম ইয়াসরিব রাখলো অর্থাৎ ইয়াসরিব নামে ডাকলো তবে সে গুনাহগার হবে। আর কোরআনে মজীদে ইয়াসরিব নামের উল্লেখ সম্পর্কে জানা

১. ফয়যুল ক্বদীর, হরফুল মীম, ৬/২০১, ৮৭৬০নং হাদীসের পাদটিকা।
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাসিক, ১ম অধ্যায়, ১/৫০৯, হাদীস- ২৭৩৮।
৩. মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল মানাসিক, ৫/৬২২, ২৭৩৮ নং হাদীসের পাদটিকা।

উচিৎ যে, তা মুনাফিকদের উক্তির ঘটনা, যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত।[১]

এই হাদীসে পাকের আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: লৌহে মাহফুযে মদীনা মুনাওয়ারার নাম তা'বা বা তায়্যিবা অথবা **আল্লাহ পাক আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আদেশ দিয়েছেন যে, এর নাম তা'বা রাখুন, এর অর্থ হলো পাক ও পবিত্র এবং সুবাশিত স্থান। একে **আল্লাহ পাক** কুফর ও শিরক থেকে পবিত্র করেছেন, এখানকার অধিবাসীদের উগ্র মেজাজ থেকে পাক করেছেন, যেমনটি আজও দেখা যায় যে, মদীনা মুনাওয়ারা (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا) এর (আসল) অধিবাসীরা চরিত্র ও অভ্যাস এবং নম্রতায় অনেক উচ্চ। তাছাড়া মদীনার মাটি বরং চারিদিকে একটি বিশেষ সুবাশ রয়েছে, সেখানকার খড়খুটো যদিও অলিগলিতে জমা থাকে তবুও দূর্গন্ধ আসে না, সেখানাকার মাটিতে কুদরতি সাবাশ রয়েছে কিন্তু অনুভব তারই হবে যার মননে কুফর ও নেফাকের সর্দি থাকে না।[২]

আরসা হুয়া তায়বা কি গলিয়ুঁ সে ওহ গুযরে থে
এই ওয়াক্ত ভি গলিয়ুঁ মে খুশবু হে পসিনে কি

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তারা একে ইয়াসরিব বলে আর তা তো মদীনা।[৩] হযরত সায়্যিদুনা

১. মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল মানাসিক, ৫/৬২২, ২৭৩৭ নং হাদীসের পাদটিকা।
২. মিরাতুল মাফাতিহ, ৪/২১৬।
৩. বুখারী, কিতবুল ফাযায়িলে মদীনা, ১/৬১৭, হাদীস- ১৮৭১।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম রাখেন **"মদীনা"**। এই কারণে সেখানে মানুষের বসবাস করা এবং একত্র হওয়া আর এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা আর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে ইয়াসরিব বলতে নিষেধ করেছেন। এই কারণেই যে, এটা জাহেলিয়্যতের যুগের নাম বা এই কারণেই যে, তা **"সারবুন"** থেকে উৎপত্তি যার অর্থ ধ্বংস ও ফ্যাসাদ এবং **"তাসরিব"** অর্থ অপরাধ ও নিন্দা অথবা এই কারণেই যে, **"ইয়াসরিব"** কোন মূর্তি বা কোন অত্যাচারী ও অবাধ্য লোকে নাম ছিলো। "ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর রচনায় একটি হাদীস এনেছেন: যে ব্যক্তি একবার (মদীনাকে) ইয়াসরিব বললো তবে তার দশবার মদীনা বলা উচিৎ যাতে এর শোধ হয়ে যায়।" অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে: "ইয়াসরিব বলা ব্যক্তি যেনো **আল্লাহ পাকে**র নিকট ইস্তিগফার করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে।" এবং কেউ কেউ বলেন: এই নামে ডাকা ব্যক্তিবে শাস্তি দেয়া উচিৎ।" (আরো বলেন:) আশ্চার্যের বিষয় হলো যে, অনেক বড় বড় লোকের মুখে কালামে **"ইয়াসরিব"** শব্দটি বের হয়েছে।[১]

১. আশিয়াতুল লুমআত, কিতাবুল মানাসিক, ১ম অধ্যায়, ২/৪১৭।

পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গের কালামে ইয়াসরিব আসার কারণ

প্রশ্নঃ ইয়াসরিব বলার এতই নিষেধাজ্ঞার পরও পূর্ববর্তী কিছু বুযুর্গের কালামে ইয়াসরিবের উল্লেখ পাওয়া যায়, এর কারণ কি?

উত্তরঃ যে সকল পূর্ববর্তী বুযুর্গের কালামে এই শব্দটি এসেছে, সে সম্পর্কে এটাই বলা যেতে পারে যে, তারা এই শরয়ী বিধান সম্পর্কে অবহিত হননি, যেমনটি **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ২১তম খন্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পূর্ববর্তী বুযুর্গের কিছু কিছু কালামে এই শব্দটি এসেছে, তাঁদের পক্ষ থেকে এটাই অযুহাত যে, তখন এই হাদীস ও বিধান সম্পর্কে অবহিত হতে পারেননি, যারা অবহিত হওয়ার পর বলবে তাদের জন্য অযুহাত নেই, সুতরাং পবিত্র শরীয়তই শের ও শের নয় এমন সবকিছুর জন্য দলীল, শের শরীয়তের জন্য দলীল হতে পারে না।[১]

সুশ্রী বালককে ব্যক্তিগতভাবে বুঝানো

প্রশ্নঃ সুশ্রী বালককে ব্যক্তিগতভাবে বুঝানো কেমন?

উত্তরঃ ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর মাধ্যমে কাউকে নেককার বানানো এবং বদ মাযহাবীদের সহচর্য থেকে বাঁচানো নিশ্চয় নিজের এবং তার জন্য কল্যাণ কামনাই। যদি আপনি আসলেই ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর মাধ্যমে কাউকে নেককার বানানো, গুনাহ থেকে বাঁচানো এবং মন্দ সহচর্য থেকে মুক্তি দেয়ার আগ্রহী হয় তবে প্রথমেই অন্যান্যদের প্রতি মনযোগ দিন।

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১১৮।

www.dawateislami.net

অন্যান্যদের ছেড়ে শুধু সুশ্রী বালকদের চিন্তায় লেগে থাকা এবং তাদেরকে বুঝাতে থাকা এটা নফস ও শয়তানের প্রতারণা, এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, এমন যেনো না হয় যে, শয়তানের ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে সুশ্রী বালক প্রিয়তার শিকার হয়ে আমাদের সংশোধন করা এবং তাদের ঈমান বাঁচানোর পরিবর্তে নিজের ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা শুনুন এবং শিক্ষা অর্জন করুন।

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ মুয়ায্যিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কাবা শরীফে তাওয়াফরত ছিলাম। এক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়লো, যে কাবা শরীফের গিলাফের সাথে জড়িয়ে একটি দোয়া বারবার করছিল। "হে **আল্লাহ** আমাকে দুনিয়া থেকে মুসলমান হিসেবেই বিদায় দিও।" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ দোয়া ছাড়া অন্য কোন দোয়া কেন করছো না? সে বললো, আমার দুই ভাই ছিলো। বড় ভাই চল্লিশ বছর যাবৎ মসজিদে বিনা পারিশ্রমিকে আযান দিতে থাকেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন সে কুরআন শরীফ চাইলো। আমরা তাকে দিলাম, যাতে তা থেকে বরকত লাভ করে। কিন্তু কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে সে বলতে লাগলো: "তোমরা সকলে সাক্ষী হয়ে যাও, আমি কোরআনের সকল বিশ্বাস ও হুকুম সমূহের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি এবং খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করছি। এরপর সে মারা গেলো। অপর ভাইটি ত্রিশ বৎসর যাবৎ মসজিদে বিনা পারিশ্রমিকে আযান দিলো। কিন্তু সেও শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান হয়ে যাওয়ার কথা

www.dawateislami.net

স্বীকার করলো এবং মারা গেলো। তাই আমি নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে ভীষণ চিন্তিত এবং সর্বদা উত্তম মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে থাকি। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আহমদ মুয়ায্যিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার দুই ভাই শেষ পর্যন্ত এমন কি গুনাহ্ করতো? (যার কারণে তাদের ঈমান হারা হয়ে মৃত্যু হয়েছে) সে বললো: "তারা পরনারীর প্রতি আসক্ত ছিল এবং সুশ্রী বালকের প্রতি কামভাব সহকারে তাকাতো।"[১]

সুশ্রী বালকের সাথে মেলামেশা বৃদ্ধি করার অনুমতি নেই

মনে রাখবেন! ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর বাহানায় সুশ্রী বালকের সাথে মেলামেশা বৃদ্ধি করার একেবারেই অনুমতি নেই। সুশ্রী বালক শুধু গোঁফ দাড়ি বিহীনরাই নয় বরং অনেকে এমন থাকে যাদের পুরো চেহারায় দাড়ি উঠেই না, পুরো চেহারা খালিই থাকে, তারা পঁচিশ বছর বা এর চেয়েও বেশি পর্যন্ত সুশ্রীই থেকে যায়। তাই প্রত্যেককে নিজের অবস্থার প্রতি ভাবা উচিৎ যে, সুশ্রী বালকের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব হচ্ছে কি না? "হ্যাঁ" হওয়া অবস্থায় তাকে দেখা এবং স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, কেননা এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো কামভাব, সুতরাং যাকে দেখে কামভাব জাগ্রত হয় এবং আগ্রহ সহকারে বারবার তার দিকে দৃষ্টি যাওয়া, যদিও সে বৃদ্ধও হোক না কেন, তার দিকে

১. আর রওযুল ফায়েক, ১৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ইচ্ছাকৃত তাকানো হারাম। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কারো অন্তরে সুন্দর চেহারা, কারুখচিত পোশাক এবং স্বর্ণ পরিহিত বক্ষ দেখে স্পর্শ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় তবে তার চেহারার দিকে কামভাব সহকারে তাকানো হারাম। এটা এমন একটি বিষয়, যাতে উদাসিনতার কারণে লোকেরা ধ্বংসে পতিত হয়ে যায় এবং তারা তা জানেও না।[১] সুশ্রী বালককেও ব্যক্তিগতভাবে বুঝানো প্রয়োজন কিন্তু এর জন্য তাদেরকে তাদের মতো সুশ্রী বালকের নিকট সমর্পন করা এবং নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখাতেই নিরাপত্তা, কেননা শয়তান প্রতারিত করতে দেরী হবে না। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে শয়তানের প্রতারণা ও ধোকা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আঁখো মে কিয়ামত মে না কাহিঁ ভর জায়ে আগ
আঁখো পে মেরে ভাই লাগা কুফলে মদীনা

বুযুর্গানে দ্বীনদের সতর্কতা ও খোদাভীরুতা

প্রশ্ন: সুশ্রী বালক থেকে নিজেকে বাঁচানোর ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পদ্ধতি কিরূপ ছিলো?

উত্তর: আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ইলম ও আমল এবং তাকওয়া ও পরহেযগার হওয়ার পরও এই ব্যাপারে খুবই

১. ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু কসরিশ শাহাওয়াতিন, ৩/১২৭।

সতর্ক থাকতেন, যেমনটি এই ব্যাপারে কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম, ইমামুল আয়িম্মা, সিরাজুল উম্মাহ হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সতর্কতা এবং খোদাভীরুতার উৎকর্ষতা অবলোকন করুন।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে পড়ার জন্য উপস্থিত হলেন তখন তিনি সুশ্রী বালক ছিলেন। সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খোদাভীরু ও পরহেযগার হওয়ার পরও দৃষ্টির খেয়ানতের ভয়ে তাঁকে নিজের সামনে বসানোর পরিবর্তে পেছনে বা পিলারের আড়ালে বসিয়ে দরস দিতেন।[১]

(শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) সুশ্রী বালককে না কোন উপহার দিবে আর না তার থেকে কোন জিনিস নিবে, কেননা এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সুশ্রী বালকের সহিত যোগাযোগ বৃদ্ধি করাতে ঝুঁকি রয়েছে। একবার কাফেলায় সফরে যাত্রা করার সময় আমার চাদর কোথাও হারিয়ে গেলো তখন একজন সুশ্রী বালক খুবই ভক্তি সহকারে নিজের চাদর দিতে চাইলো। আমি এই নিয়্যতে তার থেকে চাদর নেইনি যে, যদি তার চাদর নিয়ে নিই তবে তা পুরো সফরে আমার মনে পড়তে থাকবে আর তার কথা মনে পড়া ঠিক নয়। সুশ্রী বালকের চাদর, তার

১. দুররে মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৬০৩।

লেখা, তার রুমাল বরং যেকোন জিনিস নিবেন না, কেননা তার দেয়া জিনিস তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার কারণ হবে এবং তার স্মরণ মানুষের আখিরাতকে ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন যে, তাকে যেনো ধমকানো না হয় এবং তা রমনে কষ্ট যেনো দেয়া না হয়, কেননা শরীয়তের বিনা অনুমতিতে কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ, এতে এই বেচারাদের কোন দোষও নেই।

ছোট সোনামণিরা কি মাদানী কাজ করতে পারবে?

প্রশ্নঃ মাদানী মুন্নারা কি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে পারবে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ, মাদানী মুন্নারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করতে পারবে এবং তাদের মাদানী কাজের প্রেরণাও থাকে, সুতরাং তাদের মাদানী কাজের অনুমতি রয়েছে কিন্তু বড়দের থেকে সতর্ক থাকবে। যদি বড় কেউ তাদের বেশি লিফট দেয়, বারবার উপহার দেয় তবে বুঝে নিন যে, এটা বিপদের বার্তা, তার থেকে দূরে থাকুন, যদিও সে এলাকার যিম্মাদারই হোক না কেন।

মাদানী মুন্নাদের উচিৎ যে, নিজের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি না করা। পাগড়ী শরীফও সাধারণভাবে বাঁধুন, বাবরী চুল অর্ধকানের বেশি রাখবেন না, প্রয়োজনে সাধারন চশমা ব্যবহার করবে, আকর্ষণীয় ফ্রেম থেকে বিরত থাকবে, বড়দের সাথে বেশি মিশুক হবে না, তাদের পেছনে পেছনেও যাবে না

এবং তাদের বাড়িতেও যাবে না যতক্ষণ কমপক্ষে একমুষ্টি দাড়ি হয়ে যাবে না, ততক্ষণ এই সতর্কতা সমূহের প্রতি সজাগ থাকবে। **আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের সবাইকে নফস ও শয়তানের প্রতারনা থেকে বাঁচার এবং নিজের দৃষ্টি বরং শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কুফলে মদীনা লাগানো এবং এর উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم [১]

হিংসুকের জন্য পাঁচটি শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ফকীহ আবু লাইস সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হিংসুকের হিংসা যাকে হিংসা করা হচ্ছে তার নিকট পৌঁছার পূর্বেই সে (অর্থাৎ হিংসুক) পাঁচটি শাস্তি পেয়ে যায়: (১) শেষ না হওয়া দুঃখ (২) এমন বিপদ যার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না (৩) এমন নিন্দা, যার প্রশংসা পাওয়া যায় না (৪) **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টি এবং (৫) তৌফিক থেকে বঞ্চিত হওয়া।

(আল মুসতাতরাফ ফি কুল্লে ফান্নে মুসতাতরাফ, ১/৩৬৪)

১. এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "লুত সম্প্রদায়ের ধ্বংলীলা" অধ্যয়ন করুন।

(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা মজলিশ)

الله ﷻ

رجب شریف مبارک ہو!

المدینہ **مدنی پھول** البقیع

"رجب" عبادت کا بیج بونے، "شعبان" آنسوؤں سے آبیاری کرنے اور "رمضان" فصل کاٹنے کا مہینا ہے۔

المدینہ

المکہ

البقیع صلوا علی الحبیب!

الموت

محمد الیاس قادری

www.dawateislami.net

المدینۃ اللہ البقیع

جب سو کر اٹھیں تو سیدھی کروٹ کی طرف سے اُٹھیں، خصوصًا چت ہو کر اُٹھنے سے کمر یا بدن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ (2)

مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی
عاقل و نادان آخر موت ہے
صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب!

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ۞ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ۞ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্যঃ "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ الله নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৫,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net